আগামী অর্থ বছরে আমার আরো আর্থিক বরাদ্দ পাওয়ার আশা রাখি। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত খাত সমুহে সরকার থেকে যে বরাদ্ধ পাওয়া গিয়েছে তার বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নে দেয়া হলো

ক. কাবিটা সাধারণ (পর্যায় প্রথম ও দ্বিতীয়)	টাকা	১,৩৫,৭১,১৬৪.০০ টাকা।
খ. টি.আর সাধারণ (পর্যায় প্রথম ও দ্বিতীয়)	টাকা	১,১৫,৭১,৭৯২.০০ টাকা।
গ. কাবিটা নির্বাচনী (পর্যায় প্রথম)	টাকা	৪৭,৬২,৫০০.০০ টাকা।
ঘ. টি.আর নির্বাচনী (পর্যায় প্রথম)	টাকা	৪৮,৪২,৫০০.০০ টাকা।
ঙ. ই.জি.পি.পি (পর্যায় প্রথমও দ্বিতীয়)	টাকা	৬,০৭,৩৬,০০০.০০ টাকা।
ছ. সেতু/কালভার্ট	টাকা	২,৯৫,৫৭,৭৫৭.০০ টাকা।
সর্বমোট	টাকা	১২,৫০,৪১,৭১৩.০০ টাকা।

তাছাড়া উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প,স্থানীয় সরকার বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল ভবন,১৪ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সারণী,কাকরাইল ঢাকা-১০০০ কর্তৃক ১৫-০৫-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জারীকৃত ৪৬.৬০০.০০২.০০.০০.০০.০৩৫.২০১৭-১৬৯ নং স্মারকে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প এর আওতায় অত্র গোয়াইনঘাট উপজেলায় চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা এবং ইউজিডিপি প্রকল্পে আগামী অর্থ বছরে ৪০,০০,০০০ (চল্লিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্ধ প্রদানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে মর্মে জ্ঞাপন করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের নীলাভূমি, প্রকৃতির লীলা নিকেতন, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর, বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে গোয়াইন নদীর তীরবর্তী ঐতিহাসিক ০৫ টি পরগণা নিয়ে "গোয়াইনঘাট" থানা গঠিত। ব্রিটিশ কর্তৃক ভারত উপমহাদেশে দখলের দীর্ঘ ৯০ বছর পর ১৮৩৫ সনের ১৬ মার্চ "জৈন্তা রাজ্য" ব্রিটিশের অধিকারে আসে। জৈন্তা রাজ্যের পতনের পর ১৮৩৬ সালে গোয়াইনঘাট সিলেট জেলার কালেক্টরেটের অধীনে ন্যস্ত হয়। এলাকার শান্তি -শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ১৯০৮ সালে ব্রিটিশ সরকার গোয়াইনঘাট বাজারে গোয়াইনঘাট থানা স্থাপন করেন। তখন থানাকে পুলিশ স্টেশন বলা হতো। তারপর ক্রমান্বয়ে অন্যান্য প্রশাসনিক অফিস গড়ে উঠে।

১৯৮৩ সনের ১৪ মার্চ গোয়াইনঘাট থানা মান উন্নীত থানায় এবং ১৯৮৩ সনের ১৯ শে জুলাই উপজেলায় রুপান্তরিত হয়। হযরত শাহজালাল (রাঃ) ও হযরত শাহরাণ (রঃ) এর পূণ্যভূমি সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলা নিম্নভূমি হওয়ায় বন্যার প্লাবনপ্রবণ এলাকা। এখানকার মানুষ কেবল মাত্র এক ফসলি জমির উপর নির্ভরশীল। প্রায় প্রতি বছরই পাহাড়ী ঢলে বন্যায় কবলিত হয় এ উপজেলা । এখানকার যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এখনো কাঙ্খিত পর্যায়ে পৌছেনি। এক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয়ও অধিক হয়। এ উপজেলায় কোন শিল্প কারখানা গড়ে উঠেনি। ফলে কৃষিই এখানকার মানুষের প্রধান অবলম্বন। তাই আগামী অর্থ বছরে আমাদের যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি, কৃষকের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে আমাদের অগ্রাধিকার প্রকল্প প্রস্তুত করতে হবে।

গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদ উপজেলার জনগণের সেবা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে আরও অধিক কাজ করার প্রত্যয়ে উপজেলা রাজস্ব তহবিল বৃদ্দির নতুন নতুন পথ উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চালাবো। আমরা আশা করব আমাদের কাজ করার সুযোগ দানের জন্য সরকার আমাদের থোক বরাদ্দের পরিমান আরও বৃদ্ধি করবেন। আমরা সবাই মিলে আগামী অর্থ বছরে আমাদের উপজেলা বাসীকে আরো বেশী সেবা প্রদানে আন্তরিকভাবে কাজ করব। এ প্রতিশ্রুতি ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি এখন বাজেট আয় ব্যয় সম্বলিত হিসাব বিবরণী পাঠ করছি।

আব্দুল হাকিম চৌধুরী
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
গোয়াইনঘাট, সিলেট